রুমা সেতুর অবস্থান

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রুমা সেতু শুভ উদ্বোধন

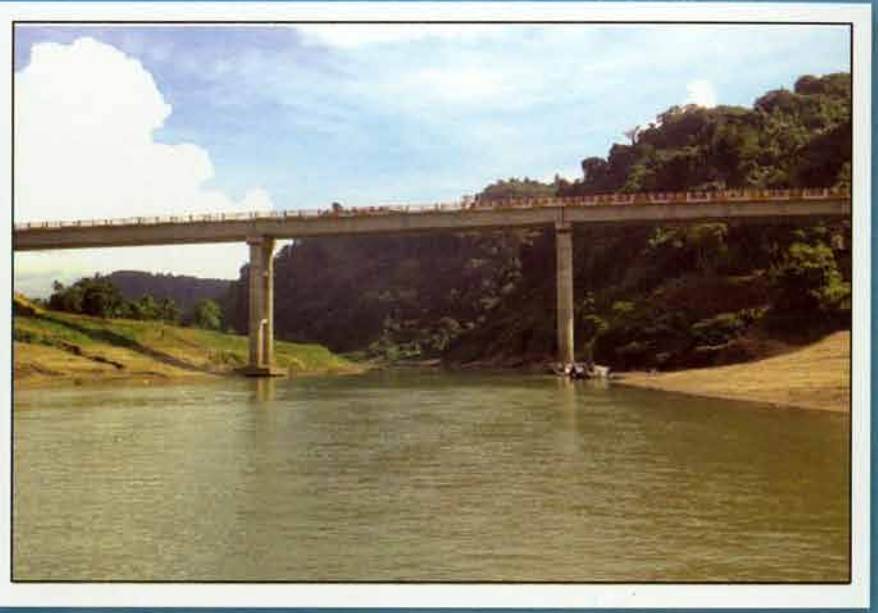

প্রধান অতিথি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাস্তবায়নে : ১৯ ই সি বি, এস ডব্লিউ ও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
এবং
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

তারিখ : ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/১৭ নভেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

পটভূমি

বাংলাদেশের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বান্দরবান জেলার একটি প্রত্যন্ত উপজেলা রুমা। পার্বত্য ভূখণ্ডে থেকেও একমাত্র সড়ক যোগাযোগের অভাবে সাংগু নদী এটিকে করে রেখেছিল এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সেতুটি নির্মাণের পূর্বে চিম্বুক-রুমা সড়কে পারাপারের জন্য ব্যবহার হতো নৌকা। রুমা সেতু নির্মাণ ছিল অত্র এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা যা এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বহু প্রতীক্ষিত রুমা সেতু নির্মাণের ফলে দুর্গম রুমা উপজেলার সাথে বান্দরবান জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলো। ২০০৯- ২০১০ অর্থ বছরে সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়-এর অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অরগানাইজেশন-এর অধীনস্থ ১৯ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন সেতুটির নির্মাণ কাজের দায়িত্ব গ্রহণের পর অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে সেতুটির নির্মাণকাজ শুরু করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেতুর নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে।

দুর্গম পার্বত্য রুমা এলাকার আর্থসামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই সেতুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পর্বত ঘেরা রুমা অঞ্চল বিরল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপার লীলাভূমি, সেখানে রয়েছে পর্যটন শিল্প বিকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। রুমা সেতুর মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের ফলে অত্র এলাকায় উৎপাদিত কৃষি ও কৃষিজাত-পণ্য সহজেই পৌঁছে যাবে দেশের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে। আধুনিক জীবনযাপন বঞ্চিত এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ যাবতীয় সুযোগসুবিধা। এ ছাড়াও এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশেও রাখবে অনবদ্য ভূমিকা।

স্বাগতম
অজানা সৌন্দর্যের স্বর্গরাজ্যে

বগালেক- বাংলাদেশের সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক লেক। এটি বগা কাইং নামেও পরিচিত। এটি বান্দরবানে রুমা সদর উপজেলা হতে মাত্র ১৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ১৫ একর আয়তন বিশিষ্ট এই লেক সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৯১৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এই লেকের উৎপত্তির পেছনে রয়েছে অসংখ্য রূপকথা।

রিজুক ঝরনা- রিজুক ঝরনা বান্দরবানের রুমা উপজেলায় অবস্থিত। ৯১ মিটার উঁচু হতে এ ঝরনাধারা পতিত হয়েছে সাংগু নদীতে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানি আর স্রোতের কলকল শব্দ পর্যটকের মনে তৈরি করে এক ভিন্ন মূর্ছনা। হরেক প্রজাতির গাছগাছালি দ্বারা সুসজ্জিত এ ঝরনা দেখতে সারাবছর অনেক পর্যটক ভিড় জমায়। তবে বর্ষা কালে এ ঝরনা সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন রূপ ধারণ করে।

রুমা রেঞ্জ- সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিংডং (১৩১০ মিটার) ছাড়াও কেউক্রাডং (১২৩০ মিটার), সাকা হাপং, দুমলং ইত্যাদি অসংখ্য পাহাড় পর্যটকদের নিয়ে যায় মেঘের রাজ্যে। রুমা হতে এই রেঞ্জের দূরত্ব মাত্র ৩০ কিলোমিটার।

গুগল আর্থে রুমা সেতুর অবস্থান

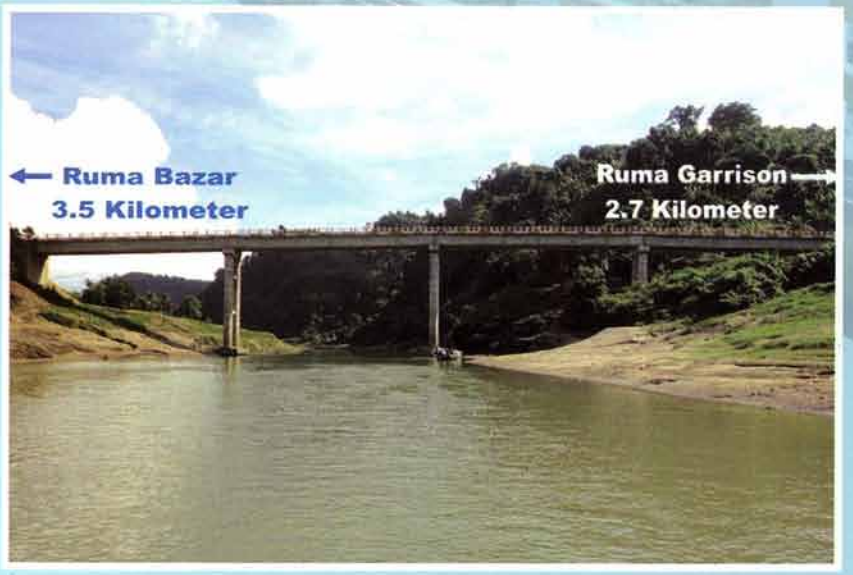

নির্মাণ শেষে রুমা সেতু

কারিগরি তথ্যাবলি

প্রকল্পের নাম	:	চিম্বুক-রুমা সড়কের ২৪ কিলোমিটার-এ সাংগু নদীর ওপর ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেস্‌ড গার্ডার বিশিষ্ট রুমা সেতু নির্মাণ
অর্থায়ণ	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেতুর দৈর্ঘ্য	:	২১৭.১৫ মিটার
সেতুর প্রস্থ	:	৭.৫০ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	:	০৫টি
গার্ডারের দৈর্ঘ্য	:	৪২.৬৮ মিটার
গার্ডার সংখ্যা	:	২০টি
পাইলের গভীরতা	:	১৮ মিটার
নির্মাণ ব্যয়	:	৮৭১.৩২ লক্ষ টাকা

রুমা সেতু নির্মাণের ক্রমধারা